ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার যাকাত

সংগৃহীত ছবি

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের এই জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি-৫টি যার মধ্যে অন্যতম হলো যাকাত — যা শুধুমাত্র ইবাদতের অংশ নয়, বরং একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে স্বভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ তৈরি করে দেয়।

যাকাত কী?

যাকাত আরবি শব্দ, যার অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি এই যাকাত। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য বছরে একবার নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দান করা ফরজ করা হয়েছে, যা মূলত দরিদ্র ও প্রয়োজনীদের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় যাকাতের ভূমিকা রয়েছে -

যাকাত শুধু দানের একটি নিয়ম নয়, এটি সমাজে ধনী-গরিব বৈষম্য কমিয়ে আনে। একজন ধনী ব্যক্তি যখন নিজের সম্পদের একটি অংশ গরিবের হাতে তুলে দেন, তখন সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি হয়। এটি ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাস করে, আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং অসহায় মানুষের জীবনে নতুন আলো জ্বালে।

আমাদের আধুনিক সমাজে যাকাতের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে বৈষম্য, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব যখন বেড়েই চলেছে, তখন যাকাত হতে পারে একটি কার্যকর সমাধান। শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা করলে দারিদ্র্য বিমোচনে তা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে — যেমনটি দেখা যায় মালয়েশিয়া বা সৌদি আরবে।

যাকাত ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা জরুরি আবশ্যক -

অনেক সময় দেখা যায়, যাকাতের অর্থ সঠিকভাবে বিতরণ না হওয়ায় এর মূল লক্ষ্য ব্যাহত হয়। তাই যাকাত ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকর তদারকি থাকা প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল যাকাত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি।

যাকাত শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক ও অর্থনৈতিক হাতিয়ার, যা ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা ও মানবিকতার প্রতীক। প্রতিটি মুসলমানের উচিত এই গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করা এবং সমাজে এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।